সমকাল

তারিখ ... 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন রাজেশ বাঁশফোড় ■ সমকাল

হরিজন রাজেশ বাঁশফোড়ের স্কুল

■ আসাদ খন্দকার, *সাঘাটা (গাইবান্ধা)*

বর্ণবৈষম্যের কারণে ঝরেপড়া শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন হরিজন রাজেশ বাঁশফোড়। তিনি নিজেও বর্ণবৈষম্যের কারণে উচ্চশিক্ষা নিতে পারেননি। বর্তমান সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব দেখে ছাপরা ঘরে নিজ সম্প্রদায়ের শিশুদের নিরলসভাবে পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন।

সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া হরিজন (সুইপার) কলোনির পূর্ব পাশে ছোট একটি ছাপরা ঘরে শিশুদের পাঠদানের এই দৃশ্য চোখে পড়ে। ব্যতিক্রমী পাঠদানের শিক্ষক রাজেশ বাঁশফোড় বলেন, হরিজন বা সুইপার অথবা দলিত সম্প্রদায়ের শিশুরা বর্ণবৈষম্যের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার আগেই ঝরে পড়ে। তাদের নিজ ভাষার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের ভাষার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বাধা, বর্ণবৈষম্যের কারণে সমাজে তাদের কোনো স্থান নেই, নিচু জাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব ভেবে বর্ণবৈষম্যের বিভেদ ভুলে গড়া তোলা হয় 'আমার স্কুল' নামে একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২০১৫ সালে বোনারপাড়া সুইপার কলোনির পূর্ব পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় ছাপরা ঘর তুলে মাত্র ১০ জন ঝরেপড়া শিক্ষার্থী দিয়ে যাত্রা শুরু করে আমার স্কুল প্রতিষ্ঠানটি। হরিজন সম্প্রদায়ের ভাষা, পাঠ্যপুস্তকের ভাষা শেখানো-পড়ানো ছাড়াও নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তির শিক্ষাও দেওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থী কম নিয়ে শুরু করা হলেও বর্তমানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ জনে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দেওয়া হয়। যারা স্কুলে কোনো দিন যায়নি তাদেরও শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলা আমার স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় জিইউকে নামের একটি এনজিও কিছু অক্ষন শিক্ষার বই দিয়েছিল।

স্কুলটি চালাতে শিক্ষার্থীদের খাতা-কলমসহ বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী কিনতে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তা বাজার খরচের টাকা থেকে কেটে নিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুইপার কলোনির বাবুলাল বাঁশফোড় ও মিনা রানী বাঁশফোড়ের ছেলে মাত্র ২৮ বছর বয়সী রাজেশ বাঁশফোড় সমাজের অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা চালিয়ে গেলেও এসএসসি পাস করা হয়নি সংসারের অভাব-অনটনের কারণে। তবুও থেমে থাকেনি তার পথচলা। বর্ণবৈষম্যের কারণে ঝরেপড়া শিশুদের কীভাবে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই প্রত্যয় নিয়ে গড়ে তোলা হয় এই আমার স্কুল স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটি।

রাজেশ বাঁশফোড় আমার স্কুল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দলিত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, পরিবেশ আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। আমার স্কুলের ছাত্রী আঁখি বাঁশফোড় জানায়, সে কোনো স্কুলে যায়নি। তার স্যার তাদের ভালোভাবে পড়া বুঝিয়ে দেন।

বোনারপাড়া রেল কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপা রানী বলেন, শিক্ষকরা হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের অন্য চোখে দেখে না। দলিত সম্প্রদায় সমিতির সভাপতি রণজিত বাঁশফোড় বলেন, 'আমাদের শিশুদের নিয়ে আমার স্কুলে পাঠদানের কথা শুনেছি।